আলিপুর বার্তা
১৯৬৬-২০১৫
ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা
Issue No. 2, 7 - 13 November, 2015

নদীর বুকে কুর্ণিশ, দুঃখ কষ্ট ভ্যানিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারাবছর যাদের কাটে না পাওয়ার যন্ত্রণায় তাদের একটা দিন কুর্ণিশকে জড়িয়ে ধরে কাটল শুধুই অনাবিল আনন্দে। বেহালার কুর্ণিশ প্রতিবছরই অনাথ, দুঃস্থ, পথের শিশুদের পুজোর সময় নতুন পোষাক দেয়, কলকাতার ঠাকুর দেখায়। এবারও তারা যথারীতি নতুন পোষাকে উজ্জ্বল করেছে ওইসব শৈশব। কিন্তু ঘোরাঘুরি, এবার আর স্থলে নয়, গঙ্গাবক্ষে। পোষাকি নাম 'নদীর বুকে কুর্ণিশ'। উদ্দেশ্য ঘাটে ঘাটে বিসর্জন দেখানো হবে শিশুদের। গত ২৫ অক্টোবর ঘড়ি ধরে কাঁটায় কাঁটায় বেলা একটায় ফেয়ারলি ঘাটে এসে ভিড়ল আনন্দে ঠাসা বেলুন আর রঙিন কাগজে আপাদমস্তক সাজানো কুর্ণিশের স্বপ্নতরী। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি, কালীঘাট মিলন সংঘ ও চেতলার প্রাণ সংস্থার ৫৯ জন শিশু ও তাদের কর্মকর্তাদের নিয়ে কুর্ণিশের হৃদয়বান সদস্যরা ভেসে পড়লেন হুগলি নদীর বিস্তৃত বুকে। এবার দুঃখ ভুলে শুধুই আনন্দ। বাসে দেওয়া চিপস তখনও শেষ হয়নি ছোট ছোট হাতে। গঙ্গাবক্ষে কুর্ণিশের তরী তখন এক বাক্স কলতান। ধীরে ধীরে কুর্ণিশের তরী বয়ে চলল দক্ষিণেশ্বরের ঘাট পর্যন্ত। এরই মধ্যে পোলাও, মাছ, মাংস, চাটনি, পাঁপড় আর রসগোল্লায় ভুরিভোজ শুরু হল। ছোট ছোট বাঁধনহীন শৈশব তখন শুধুই খুশিতে বিভোর। বড়রাও আজ মা-গঙ্গার কোলে শৈশবের নস্টালজিয়ায়। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে সাবধান বাণী – ধারে যাবে না কেউ, কেউ গঙ্গায় কিছু ফেলবে না। এবার উল্টোপথে ঘাটে ঘাটে শুরু হওয়া বিসর্জন দেখার পালা। বরানগর, বাগবাজার, নিমতলা, বাবুঘাট সহ ছোট বড় ঘাটে তখন আওয়াজ বল দুর্গা মাই কি, জয়। ছোটদের বিস্ফারিত চোখে তখন বিসর্জনের না দেখা ছবি চকচক করছে। অবশেষে ফের ফেয়ারলি, বাস ও যে যার গন্তব্য। অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতায় বেহালা কুর্ণিশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন উপস্থাপিত করল এক অভিনব উদ্যোগ।

কেন এমন ভাবনা? কুর্ণিশের বর্তমান সম্পাদক প্রসাদ ভট্টাচার্য ও সংস্থার মধ্যমণি অতনু ঘোষ একসঙ্গে জানালেন, 'প্রতিবছরই আমরা ছোটদের নিয়ে পুজোর সময় প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে যাই। এবার সকলে মিলে ভাবলাম এদের বিসর্জন দেখাবো। পরিবারের সঙ্গে তো কাটায় সবাই। এদের সঙ্গে থাকে ক'জন। কিন্তু ভিড়ের চাপে ঘাটে ঘাটে দাঁড়িয়ে তা সম্ভব নয়। তাই গঙ্গাবক্ষের ভাবনা। ভালো উদ্যোগে সহযোগিতার অভাব হয় না। পেয়েও গেলাম অনেকের সাহায্য। তাই সম্ভব হল আজকের দিনটা।' আপনারা খুশি? আগামী বছর আবার করবেন? প্রশান্তির উত্তর – 'অবশ্যই। এবারে প্রথমবার। কিছু ত্রুটি হল। আগামীবার এবারের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আরও গুছিয়ে আরও সুন্দর করে করব আমরা।' শুধু পুজো নয় সারা বছরই কুর্ণিশ নানা কর্মকান্ডে পাশে দাঁড়ায় মানুষের। পুজোর আবহে পাড়ায় পাড়ায় যখন থিম-চমক আর পুরস্কারের হুড়োহুড়ি তখন কুর্ণিশ না থাকলে এতগুলো শৈশব বঞ্চিত হত অনাবিল আনন্দ থেকে। এমন কুর্ণিশ গড়ে উঠুক বাংলার আনাচে কানাচে। তবেই তো উৎসব সার্থক হবে।